দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 31 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

একুশে বইমেলা কাল শুরু

স্টল বরাদ্দে অনিয়ম ৩০ প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত

স্টাফ রিপোর্টার : একুশে বইমেলায় স্টল বরাদ্দের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ এনেছে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। তারা অভিযোগ করেছেন, খ্যাতিমান প্রকাশকদের স্টল বরাদ্দ না দিয়ে বিভিন্ন এনজিও ও সেবা সংস্থার নামে শতাধিক স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সমিতির নেতৃবৃন্দ বঞ্চিত প্রতিষ্ঠানের নামে স্টল বরাদ্দের জোর দাবী জানিয়েছেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন এনজিও ও সেবা সংস্থার নামে স্টলের বরাদ্দ বাতিলেরও দাবী জানান তারা।

এদিকে আগামীকাল একুশে বইমেলার পর্দা উন্মোচিত হচ্ছে। বইমেলাকে সামনে রেখে আজ (বৃহস্পতিবার) সংবাদ সম্মেলন করবে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ। এতে মেলার বিস্তারিত জানানো হবে।

গতকাল (বুধবার) সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবী জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সভাপতি মোঃ আবু তাহের। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, একুশে বইলোয় দিনদিন সর্বস্তরের মানুষের আগ্রহ ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গত বছর এ মেলায় ৪শ' ৪৬টি স্টল অংশগ্রহণ করে মেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিল। বিশেষ করে সৃজনশীল ও ধর্মীয় প্রকাশকদের এ মেলায় অংশ গ্রহণের ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এ বছর নানা খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে ধর্মীয় প্রকাশকদের স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন, এ বছর বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ স্বনামধন্য ও খ্যাতিমান অনেক প্রকাশককে স্টল বরাদ্দ না দিয়ে জাতীয়

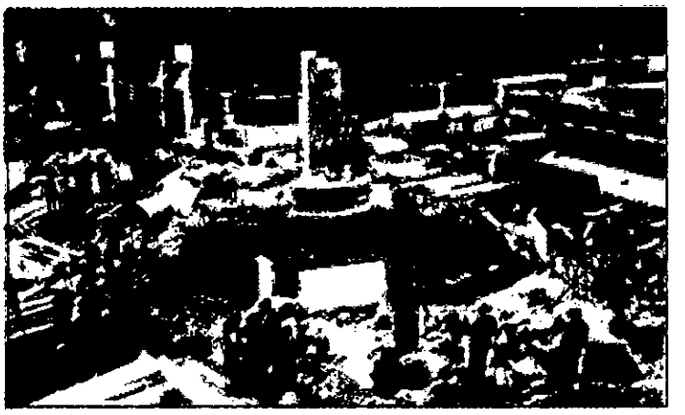

ইনকিলাব : একুশে বইমেলাকে সামনে রেখে স্টল সাজাতে ব্যস্ত স্টল মালিকরা

উৎসবকে বাধাগ্রস্ত করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। তাছাড়া এবারের মেলায় ধাপে ধাপে স্টল বরাদ্দ দিয়ে কর্তৃপক্ষ প্রমাণ করেছে, প্রথমে অযোগ্য হলেও পরে ঐ প্রতিষ্ঠানই যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এমন নজির ইতোপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি বলেও সভাপতি অভিযোগ করেন। সভাপতির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, বেশ কয়েকটি প্রকাশনা রয়েছে যারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বই প্রকাশ করেছে। কিন্তু তাদের স্টল বরাদ্দ না দেয়ায় ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তিনি বলেন, শ্যামল প্রকাশনী ৬ লাখ টাকা, নিউ আহসানিয়া ও ব্রাদার্স পাবলিকেশন্স ৪ লাখ টাকা করে ঋণ নিয়েছে। এছাড়াও বেশকিছু প্রকাশনী ২-৩ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছে। সভাপতির বক্তব্যে আবু তাহের আরো বলেন, বিগত ২০ বছর যাবৎ স্টল পেয়ে আসছে এমন প্রায় ৩০টি প্রকাশনীকে এ বছর স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়নি। এসব প্রকাশনীর মধ্যে রয়েছে প্রফেসর প্রকাশন, সুলেখা প্রকাশন, সাহিত্য সৌরভ, রঙ্গিন ফুল, পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স ইত্যাদি।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ- সভাপতি মোঃ আজুল ইসলাম, কামরুল হাসান শরীফ, এস এম শরীফ, পরিচালক আলমগীর শিকদার লোটন, বাহাউদ্দিন ভূঁইয়া, আ ফ ম শাহ আলম, মোহাম্মদ হামিদুল হক, সাখাওয়াত হোসেন খসরু প্রমুখ।